



কে এম ওবায়দুর রহমান

১৯৪০ সালে

ফরিদপুর জেলার নগরকান্দা উপজেলার লক্ষরদিয়া ইউনিয়নে

কে এম ওবায়দুর রহমানের পিতা ছিলেন কে এম আতিকুর রহমান। ওবায়দুর রহমান নগরকান্দা এম এন একাডেমী থেকে ম্যাট্রিক , রাজেন্দ্র কলেজ থেকে আই.এ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সমাজকল্যাণ বিষয়ে এম এ পাশ করেন। স্কুলে পড়ার সময় থেকে রাজনীতির সাথে জড়িয়ে পড়েন। ১৯৫৭-৫৮ সালে বৃহত্তর ফরিদপুরে ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। ১৯৫৯ -৬০ সালে পূর্ব পাকিস্থান ছাত্রলীগের সম্পাদক এবং ১৯৬১-৬২ সালে সাংগঠনিক সম্পাদক মনোনীত হন। ৬৩ থেকে ৬৫ পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্থান ছাত্রলীগের সভাপতি ছিলেন। ১৯৬২-৬৩ তে ডাকসুর সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯৬৬ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্থান আওয়ামীলীগের সমাজকল্যাণ ও সাংস্কৃতিক বিষয়ক সম্পাদক ছিলেন। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে পাকিস্থান জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৭২ সাল থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত আওয়ামী লীগ সরকারের অধীনে প্রতিমন্ত্রী ছিলেন। ১৯৭৩ সালে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। পরে বিএনপি সরকারের অধীনে ১৯৭৮ থেকে ১৯৮২ সাল পর্যন্ত মন্ত্রী ছিলেন। ১৯৮৭-৮৮ সালে বিএনপির মহাসচিব ছিলেন এবং ১৯৬৬ সালে পুনরায় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। ওবায়দুর রহমান ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খানের সামরিক শাসনের সময় ৬ মাস আইয়ুব বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সময় ৬ মাস কারাবরণ করেছিলেন। এছাড়াও ১৯৬৪ সালে ছাত্রলীগের সভাপতি থাকাকালীন ১৪ মাস, ৬ দফা আন্দোলনের সময় ১৯৬৬ থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের সঙ্গে ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত ৩ বছর, এরশাদ সরকারের সময় ১৯৮২-৮৩ সালে ২ বছর এবং ৮৭ সালে ১ মাস মোট ৭ বছর ৩ মাস বিভিন্ন মেয়াদে কারাবরণ করেন। তার আমলে ফরিদপুর নদী গবেষণা ইন্সটিটিউট, ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ, ফরিদপুর শহর থেকে সিএন্ডবি ঘাট পর্যন্ত রাস্তা পাকাকরণ, তালমার ডেইরী ফার্ম ইত্যাদি উল্লেখ্যযোগ্য কাজ হয়েছিলো। এছাড়াও এলাকার স্কুল কলেজের উন্নয়ন করেছিলেন।